দৈনিক খবর

তারিখ ... 10 MAR ১৯৯৮ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

ঈদের আগে আর ঢাকা ভার্সিটি খুলছে না

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য চ্যান্সেলরের সাথে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের বিষয়টির এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে সিন্ডিকেটের বিশেষ সভা আহবানও অনিশ্চিত রয়েছে। ঈদের আগে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন ও মহল থেকে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের পরের দিন থেকেই করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ছাত্রনেতা শহীদুল ইসলাম চুন্নু এক সশস্ত্র সংঘর্ষে নিহত হবার পর গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ঐ বন্ধের পর থেকে খোলার দাবী অব্যাহত রয়েছে। গত ৮ই মার্চ অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক সাধারণ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য উপাচার্যের কাছে দাবী জানান হয়। এর আগে গত ৪ঠা মার্চ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন একই দাবী জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ, সিন্ডিকেট সদস্যসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে এ প্রতিনিধির পৃথক পৃথক আলাপ

শিক্ষক সমিতির একজন নেতার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি অত্যন্ত

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদের আগে আর ঢাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, গত ৮ই মার্চ অনুষ্ঠিত সমিতির সাধারণ সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রসঙ্গটি আলোচ্যসূচীতে থাকলেও আলোচনায় তা' আদৌ গুরুত্ব পায়নি। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দীর্ঘ সাধারণ সভায় খোলার প্রশ্নে আলোচনা হয় মাত্র দশ মিনিট। একজন সদস্য বলেন, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খুলে দেয়ার প্রস্তাব নেয়া উচিৎ। ঐ প্রস্তাবই কোন আলোচনা ছাড়াই গৃহীত হয়ে যায়।

কিভাবে খোলা যায়, খুলতে হলে কি ভূমিকা শিক্ষক সমিতি নিতে পারে, এ সব ব্যাপারে কোন আলোচনা না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে উক্ত নেতা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। ছাত্রদের সেশন আরো পিছিয়ে যাচ্ছে। অথচ সংশ্লিষ্ট সকলেই শুধু দায়-দায়িত্ব মুক্ত নিরাপদ অবস্থানে থাকার মত বক্তব্য দিচ্ছেন।

অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানিয়েছেন এমন কয়েকটি সংগঠনের ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে, তারাও ধরেই নিয়েছেন ঈদের আগে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে না।

এদিকে গত ৪ঠা মার্চ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক নিয়মিত সভায় তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ বৈঠকে ব্যাপক আলোচনার পরে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে সিন্ডিকেট সদস্যদের সাথে চ্যান্সেলরের একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করতে উপাচার্যকে বলা হয় এবং উপাচার্য বৈঠকের সময় চেয়ে চ্যান্সেলরের কাছে অনুরোধ করেছেন। তবে এখনও বৈঠকের সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাননি বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, চ্যান্সেলরের সাথে এ বৈঠক করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে সিন্ডিকেটের একটি বিশেষ সভা আহবানের কথা ছিল। এ অবস্থায় কবে খোলার ব্যাপারে সিন্ডিকেটের বিশেষ সভা হবে তাও অনিশ্চিত। বিষয়টির প্রতি গতরাতে সিন্ডিকেটের একজন সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, 'আমি চ্যান্সেলরের সাথে বৈঠকের ব্যাপারে এখনও কিছু জানতে পারিনি। বিশেষ সিন্ডিকেট কবে হবে তা' বলা মুশকিল। তবে রমজানের ছুটির তো মাত্র দু'সপ্তাহ বাকি। এ অবস্থায় চ্যান্সেলরের সাথে বৈঠক করে সিন্ডিকেটের বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠানের পরে খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অঘোষিত সিদ্ধান্ত তো হয়েই আছে- ঈদের আগে কি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্ভব হবে?'